রেজিষ্ট্রেশন টুডে

পঞ্চম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা

ওয়েষ্ট বেঙ্গল রেজিষ্ট্রেশন এন্ড স্ট্যাম্প রেভিনিউ সার্ভিস এ্যাসোসিয়েশনের

একমাত্র মুখপত্র

সূচীপত্র

স্বামী বিবেকানন্দ; কিছু জানা-অজানা তথ্যের পুনরালোচনা	—	অর্ণব বসু	১
ঁবিশ্বনাথ দাস: স্মৃতিতর্পণ	—	অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়	৭

স্বদেশ-চিত্রণ

ইতিহাসের আলোকে দক্ষিণ দিনাজপুর	—	বিভূতি ভূষণ মণ্ডল	৮
ছবি বাউল-কবি বাউল	—	অরবিন্দ বিশ্বাস	১৩
বর্ধমান	—	স্নেহেন্দু ভট্টাচার্য	১৫
সুন্দরীর বনে	—	প্রিয়া মুখার্জী	২০

তরঙ্গ

A Rose is Passing over out The Fence	—	Kalobaran Parai	২৬
যদিও আমার চোখের আড়ালে	—	সত্যজিৎ বিশ্বাস	২৭
পদ্য-পাতা	—	বিশ্বরূপ গোস্বামী	২৮
A True Friend	—	Amit Bandopadhyay	২৯

চেনা-অচেনা

আমার দেখা পাঁচ নায়িকা	—	পূর্ণচন্দ্র হালদার (ওরফে পূর্ণেন্দু হালদার)	৩০
অ্যালবার্ট আইনস্টাইন ও ঈশ্বরবোধ	—	মহুল মুখার্জী	৩৩
হ্যাপি প্রিন্স	—	বিশ্বরূপ গোস্বামী	৩৪
বন্ধু,... কেমন আছিস বল?	—	সুমন বসু	৪১

তাহাদের কথা

সুপুত্র	—	বাবলা ঘোষ	৪৩
হেঁই গোলাপী.....	—	অভিজিৎ আচার্য্য ভাদুড়ী	৪৭
"মুখ-আন্ধারি"	—	নির্মল চন্দ্র বর্মন	৪৮
অচেনা জীবন	—	দেবজিৎ রায়	৪৯
বনকুমারীর সাথে একটি রাত	—	সুদর্শন ব্রহ্মচারী	৫০

সমকাল

একটু ভাবুন? বর্তমান জায়গা-জমির মূল্যায়ণ কি সঠিকভাবে হচ্ছে?	—	তুষার কান্তি মণ্ডল	৫৮
শতবর্ষ পেরিয়ে ফিঙ্গারপ্রিন্ট	—	শোভন মণ্ডল	৬৫

জীবন-পথে

ডেইলি প্যাসেঞ্জার	—	তাপস কান্তি ঘোষ	৬৭
পঞ্চ পদ	—	সুরজিৎ বিশ্বাস	৭৩
রূপসী কাশ্মীর	—	গণেশ চন্দ্র দত্ত	৭৫

সম্পাদকমণ্ডলী ঃ
অভিজিৎ দাস, দেবাশিস বসু, বিধেরূপ গোস্বামী, অভিজিৎ চ্যাটার্জী ও প্রিয়া মুখার্জী

প্রকাশ সংখ্যা ঃ পঞ্চম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা

কপিরাইট ঃ ওয়েষ্টবেঙ্গল রেজিস্ট্রেশন এন্ড স্ট্যাম্প রেভিনিউ সার্ভিস এ্যাসোসিয়েশন্

প্রচ্ছদ ঃ অরবিন্দ বিশ্বাস
এ. ডি. এস. আর, গঙ্গাজলঘাটি, বাঁকুড়া

সম্পাদকীয়

দীর্ঘ হাওয়ার রাতে একতারার সুর শুনে বসন্ত বিদায়। সময়ের আবর্তনে ধ্যান-গম্ভীর রুদ্রসন্ন্যাসী গ্রীষ্ম আসে। গ্রীষ্ম মানেই অসহ্য গরম হাঁসফাঁস করা দুপুর অবসাদ, কখনো সেই দুপুরেই আঁধার নেমে এলে তা কালবোশেখী। পুকুরের স্থির জলে নুয়ে পড়া বাঁশের আগায় চুপ্‌টি করে বসে থাকা মাছরাঙার একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকা। এ সবই গ্রীষ্ম। কবি অক্ষয় কুমার বড়াল 'মধ্যাহ্ন' কবিতায় লিখেছেন—'দূরেতে পথিক দুটি চলে যায় গুটি গুটি/ মেঠোপথ দিয়ে'। ছবিগুলি খুব চেনা। গ্রীষ্ম যদিও রুদ্র তবু কোথাও উদাস আকুল অনুভূতিও লুকিয়ে থাকে। ছিন্নপত্রে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন --- "দুপুরবেলাকার মধ্যে বড় একটা মোহ আছে।' প্রকৃতিগত এই দৃশ্যের বাইরেও গ্রীষ্মের আরও দুটি মানে আছে—গ্রীষ্ম মানে ২৫শে বৈশাখ, গ্রীষ্ম মানে ১১-ই জ্যৈষ্ঠ। 'রবীন্দ্র-নজরুল' এই শব্দবন্ধ যেন বছরের এই ঋতুতে বাঙালীর হৃদয়ে সুর-কাব্য-রসের বন্যা আনে। নজরুল ঝড়ের মত ঢুকে পড়লেন বাঙালীর ঘরে ঘরে, জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়িতে। রবি ঠাকুর স্বাগত জানালেন—'আয় চলে আয়, রে ধূমকেতু/ আঁধারে বাঁধ অগ্নিসেতু/দুর্দিনের এই দুর্গশিরে/উড়িয়ে দে তোর বিজয়কেতন'। বাঙালী সম্পৃক্ত হল সাংস্কৃতিক আর্দ্রতায়। শহরে-গাঁয়ে, পাড়ায় পাড়ায় নবীন সংঘ, আমরা ক'জনের রবীন্দ্র-নজরুল উদ্‌যাপন বছর-বছর। এসবই দিয়েছে গ্রীষ্ম।

আরো দিয়েছে—দিয়েছে শঙ্কা। গ্রীষ্মের উষ্ণতা মনে করিয়ে দিচ্ছে বিশ্ব উষ্ণায়ণ। ১৮৮০ সালের পর থেকে আজ পর্যন্ত পৃথিবীর উষ্ণতা বেড়েছে ১.৪ ডিগ্রী ফারেনহাইট। আর্কটিকে গলছে বরফ, ২০৪০ নাগাদ বরফহীন গ্রীষ্ম আসবে সেখানে—বিপন্ন মেরুভাল্লুক। সমুদ্রে বাড়ছে জলস্তর, ডুবিয়ে দিচ্ছে ছোটখাট নাম না জানা অনেক দ্বীপ। এ উষ্ণতার আঁচ এসে লাগছে শ্যামল বাঙলাতেও। সুন্দরবনের দুটি দ্বীপ জলস্তর বৃদ্ধির কারণে ডুবে গেছে সমুদ্রের বুকে, বাকি ১০২ দ্বীপের মধ্যে ১২টি এখন বিপদের মুখোমুখি। এভাবেই কি হারিয়ে যেতে দিতে হবে সুন্দরীর বন —রয়্যাল বেঙ্গলের জন্মগত অধিকার? এই সঙ্কটে প্রয়োজন আরো সবুজ —সবুজেরই। সে-ই পারে এই সবের পরিবর্তন আনতে। তাই রইল সবুজের অঙ্গীকার।

শুভেচ্ছা ও নমস্কারান্তে
সম্পাদকমণ্ডলী
'রেজিস্ট্রেশন্ টুডে'